INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management

নির্বাচন ২০২৬ : জনগণের নির্বাচন ভাবনা

জনগণের নির্বাচন ভাবনা জরিপঃ রাউন্ড ৩

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

INNOVISION Consulting – এর একটি সামাজিক গবেষণা

সহযোগিতায়ঃ

ভয়েস ফর রিফর্ম

BRAIN

INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management

'পিপলস ইলেকশন পালস '/ 'জনগনণের নির্বাচন ভাবনা' একটি জনমত জরিপ যা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের উপর ভোট দেওয়ার বয়সী মানুষের ধারণা ও পছন্দ জানার জন্য করা হয়ে থাকে।

এটি একটি ধারাবাহিক জরিপ, যার কিছু প্রশ্ন সময় এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট ধারণ করার জন্য সংশোধন বা সংযোজন করা হয়।

জনগণের নির্বাচন ভাবনা জরিপঃ রাউন্ড ৩

পিপলস ইলেকশন পালস '/ 'জনগনণের নির্বাচন ভাবনা' INNOVISION – এর একটি প্রধান সামাজিক গবেষণা উদ্যোগ।

রাউন্ড-৩ একটি প্যানেল সার্ভে, যা টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। এই রাউন্ডে রাউন্ড ১ ও রাউন্ড ২ এর থেকে দৈবভাবে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করে ভোটারদের মনোভাবের পরিবর্তন মূল্যায়ন করা হয়েছে।

রাউন্ড ২ পরিচালিত হয় ২০২৫ সালের ২ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং রাউন্ড ১ পরিচালিত হয় ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত।

এই জরিপটি INNOVISION – এর অর্থায়ন, নকশা ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণাটি BRAIN এবং ভয়েস ফর রিফর্ম – এর সহযোগিতা ও সমর্থনে সম্পন্ন হয়েছে।

ভয়েস ফর রিফর্ম

INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management

BRAIN

রাউন্ড ৩: প্রধান পর্যবেক্ষণসমূহ

ভোটার উপস্থিতি	গণভোট সম্পর্কে জনমত	আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি
নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা	ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত	দলীয় পছন্দ

গবেষণার পদ্ধতিগত কাঠামো

জনগনণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ : রাউন্ড ৩ - এর পদ্ধতিগত কাঠামো

১. **রাউন্ড ৩** ছিল একটি দেশব্যাপী প্যানেল জরিপ। এ রাউন্ডের জন্য নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে **পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (PEPS)**—এর **রাউন্ড ১ (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)** এবং **রাউন্ড ২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫)**—এ অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে।

২. রাউন্ড ৩—এর উত্তরদাতারা রাউন্ড ১ ও রাউন্ড ২—এর সম্মিলিত স্যাম্পলিং ফ্রেম থেকে **স্তরভিত্তিক সাধারণ র‍্যান্ডম নমুনা পদ্ধতি (stratified simple random sampling)** অনুসরণ করে নির্বাচন করা হয়।

৩. স্তরায়ণ করা হয়েছে প্রশাসনিক বিভাগ, লিঙ্গ, বয়সভিত্তিক শ্রেণি এবং শহর—গ্রাম বিভাজনের ভিত্তিতে। প্রতিটি স্তরের ভেতরে পরবর্তীতে র‍্যান্ডম নির্বাচন প্রয়োগ করা হয়।

৪. প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (PSU) হিসেবে গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম ও মৌজা এবং শহর এলাকায় মহল্লা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশব্যাপী মোট **৫০০টি PSU** নির্বাচন করা হয়। নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে।

৫. স্যাম্পলিং ফ্রেমে পূর্ববর্তী দুই রাউন্ডের মোট **২০,০৮০ জন উত্তরদাতা** অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬. এই স্যাম্পলিং পদ্ধতি অনুসরণ করে মোট **৫,১৪৭টি সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার** সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা **৫,০০০ জন**—কে ছাড়িয়ে গেছে।

৭. তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হয় **১৬—২৭ জানুয়ারি ২০২৬** সময়কালে।

জনগনণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ : রাউন্ড ৩ - এর পদ্ধতিগত কাঠামো

৮. চূড়ান্ত নমুনা আকার পূরণের জন্য মোট **১৫,৬৪৯টি ফোন কল** করা হয়, যার মাধ্যমে **৩৩% সফলতা** অর্জিত হয়।

৯. তথ্য সংগ্রহ করা হয় **Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI)** পদ্ধতিতে, এবং এ কাজে নিয়োজিত ডাটা এনুমারেটরদের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১০. তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি **গঠিত ও পূর্বপরীক্ষিত বাংলা প্রশ্নমালা** ব্যবহার করা হয়, যেখানে স্বয়ংক্রিয় স্কিপ, যাচাই চেক এবং **KoboCollect অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি ডাটা সংগ্রহ** অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১. ডাটার মান নিশ্চিত করতে **লাইভ কল মনিটরিং, র‍্যান্ডম কল অডিট, দৈনন্দিন পর্যালোচনা,** এবং সাক্ষাৎকারের সময় ও তথ্যের সামঞ্জস্য যাচাই করা হয়।

১২. জরিপের পর নমুনার অসমতা ঠিক করতে **২০২২ সালের বাংলাদেশ জনশুমারির তথ্য** ব্যবহার করে **ওয়েটিং** করা হয়। এছাড়াও, **বিভাগ ও লিঙ্গভিত্তিক ক্যালিব্রেশন** করা হয়েছে যাতে ফলাফল প্রতিনিধিত্বযোগ্য ও সাধারণীকরণযোগ্য হয়।

জনগনণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ : রাউন্ড ৩ - এর পদ্ধতিগত কাঠামো

রাউন্ড ১ ও রাউন্ড ২—এর **মোট ২০,০৮০ জন উত্তরদাতার** সম্মিলিত তালিকা থেকে **রাউন্ড ৩—এর জন্য ১৫,৬৪৯ জনকে যোগাযোগ করা হয়।** এর মধ্যে **৫,১৪৭টি সাক্ষাৎকার সফলভাবে সম্পন্ন** হয়। আমরা পরীক্ষা করেছি যে, যেসব উত্তরদাতাকে ফোন করা হয়নি, তাদের মধ্যে কোনো **পদ্ধতিগত পক্ষপাত (systematic bias)** আছে কি না। এজন্য আমরা রাউন্ড ১ ও রাউন্ড ২—এর উত্তরগুলো তুলনা করেছি নিম্নলিখিত **নমুনা বিভাগের** জন্য:

- ➢ যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে,
- ➢ যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হয়েছে,
- ➢ যাদের কাছে পৌঁছানো যায়নি, এবং
- ➢ যাদের রাউন্ড ৩—এ ফোন করা হয়নি।

বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, যেসব নমুনাকে পৌঁছানো যায়নি তাদের মধ্যে কোনো পদ্ধতিগত পক্ষপাত **(systematic bias)** নেই।

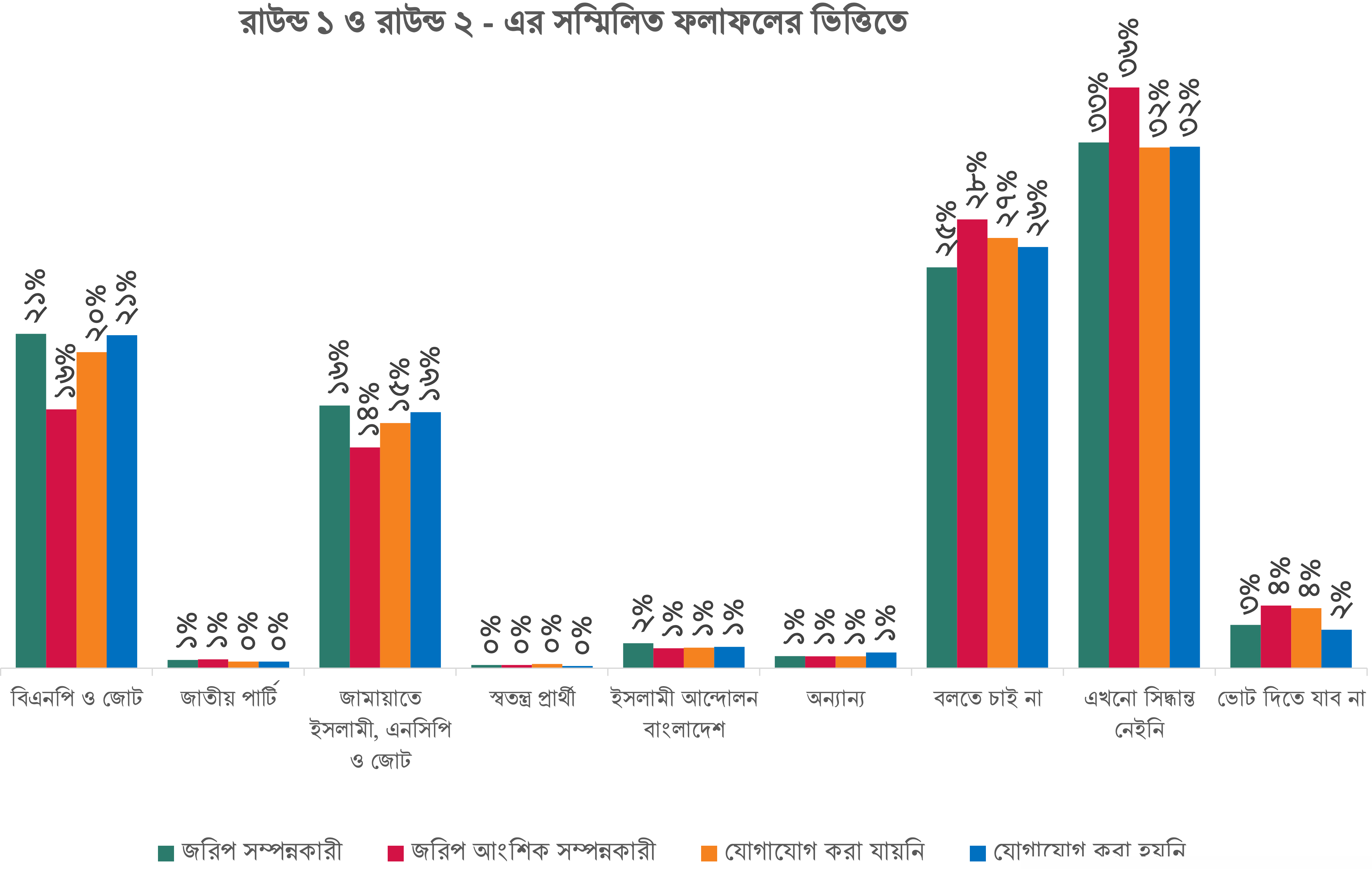

BRAIN

ভয়েস ফর রিফর্ম

A Survey of INNOVISION Consulting | INNOVISION

Research | Technical Assistance | Project Management

জনগনণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ : রাউন্ড ৩ - এর পদ্ধতিগত কাঠামো

নমুনার বিতরণ

নমুনার বিভাগভিত্তিক বিতরণ

বিভাগ	নমুনা
ঢাকা	২৫.৮%
চট্টগ্রাম	২০.৫%
রাজশাহী	১২.২%
খুলনা	১০.৪%
রংপুর	১০.৪%
ময়মনসিংহ	৭.৫%
সিলেট	৭.১%
বরিশাল	৬.১%

নমুনার বয়সভিত্তিক বিতরণ

বয়সভিত্তিক শ্রেণি	Samples
জেন জি	৩৮.৩%
মিলেনিয়ালস	৩৫.০%
জেন এক্স	১৯.৬%
বুমার্স	৭.০%

নমুনার অবস্থানভিত্তিক বিতরণ

গ্রাম	৬৮.৫%
শহর	৩১.৫%

নমুনার লিঙ্গভিত্তিক বিতরণ

পুরুষ	৫৮.১%
মহিলা	৪১.৯%

মোট ৫,১৪৭

আপনি কি আসন্ন ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোট প্রদানে অংশ নেবেন?

ভোট দেওয়ার অভিপ্রায়

সার্বিক চিত্র

আসন্ন ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী উত্তরদাতার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। মোট ৫,১৪৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯৩.৩ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা নির্বাচনে ভোট দিতে অংশ নেবেন।

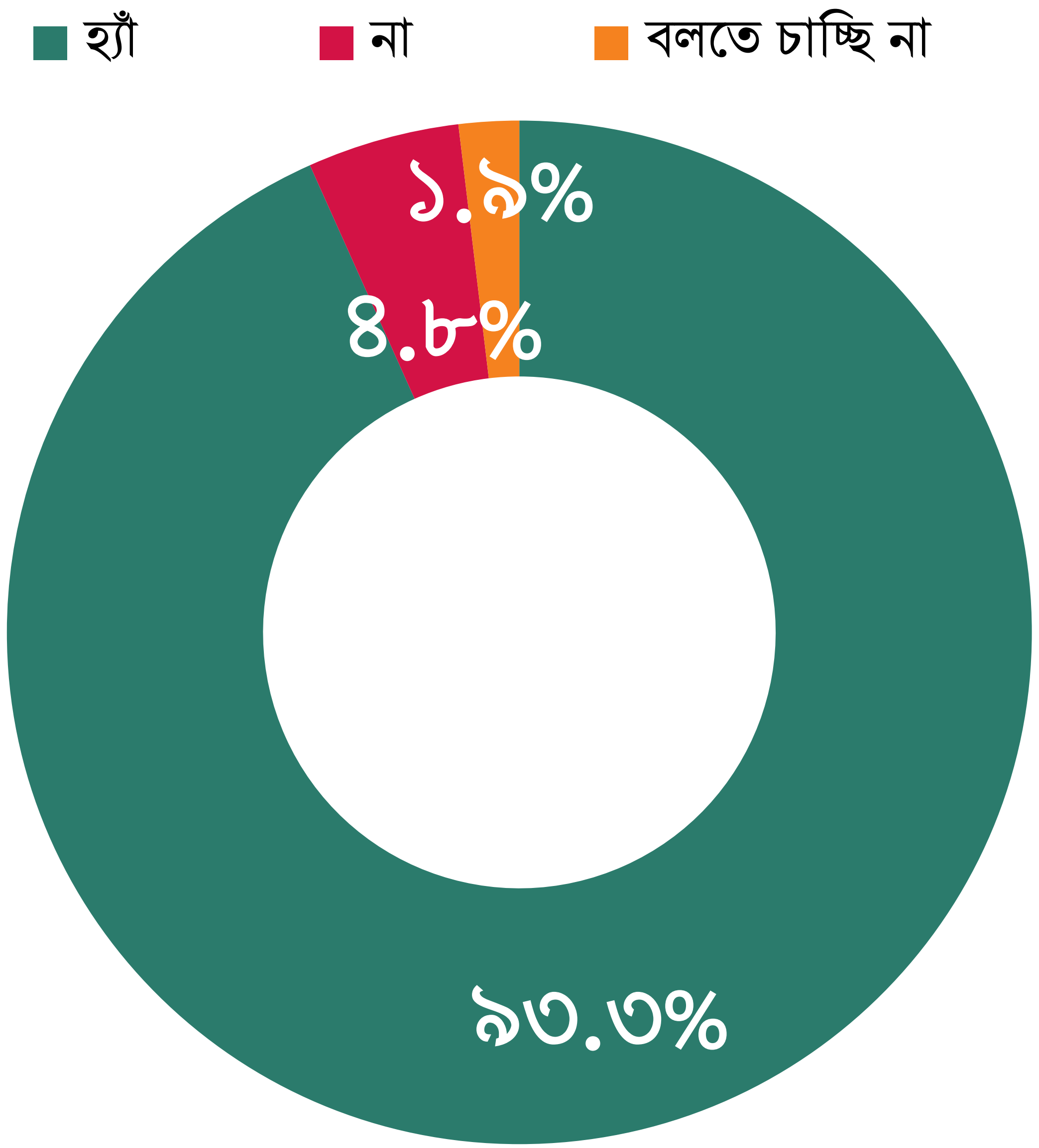

ভোট দেওয়ার অভিপ্রায়

রাউন্ড ৩ বনাম রাউন্ড ২

যেসব ভোটার পূর্ববর্তী জরিপে জানিয়েছেন যে তারা আগামী নির্বাচনে ভোট দেবেন, তাদের অধিকাংশই আবারও একই মত প্রকাশ করেছেন (৯৬.১ শতাংশ)।
পূর্বে যারা জানিয়েছেন যে তারা ভোট দেবেন না, তাদের মধ্যেও ৭৮.৫ শতাংশ এখন আসন্ন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।
এছাড়া, পূর্ববর্তী রাউন্ডে যারা তাদের ভোটদানের বিষয়ে মত প্রকাশ করেননি, তাদের মধ্যে ৮৯.৭ শতাংশ এবার নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

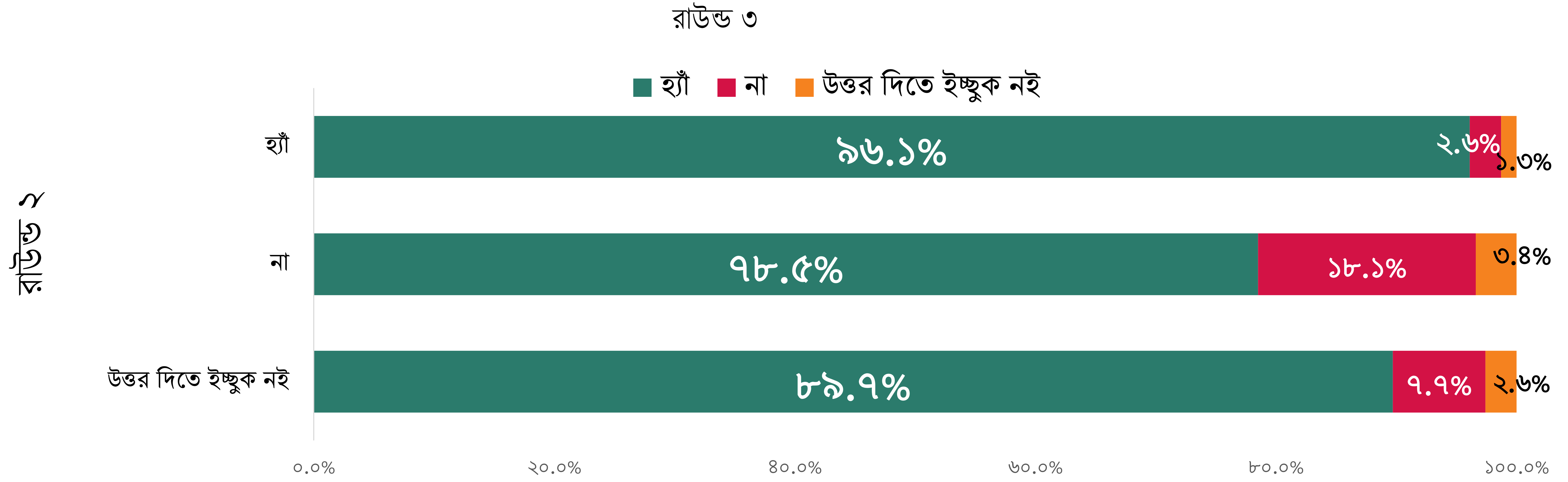

ভোট দেওয়ার অভিপ্রায়

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ

অন্যান্য বয়সভিত্তিক গোষ্ঠীর তুলনায় জেন জি ভোটারদের মধ্যে ভোট দেওয়ার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

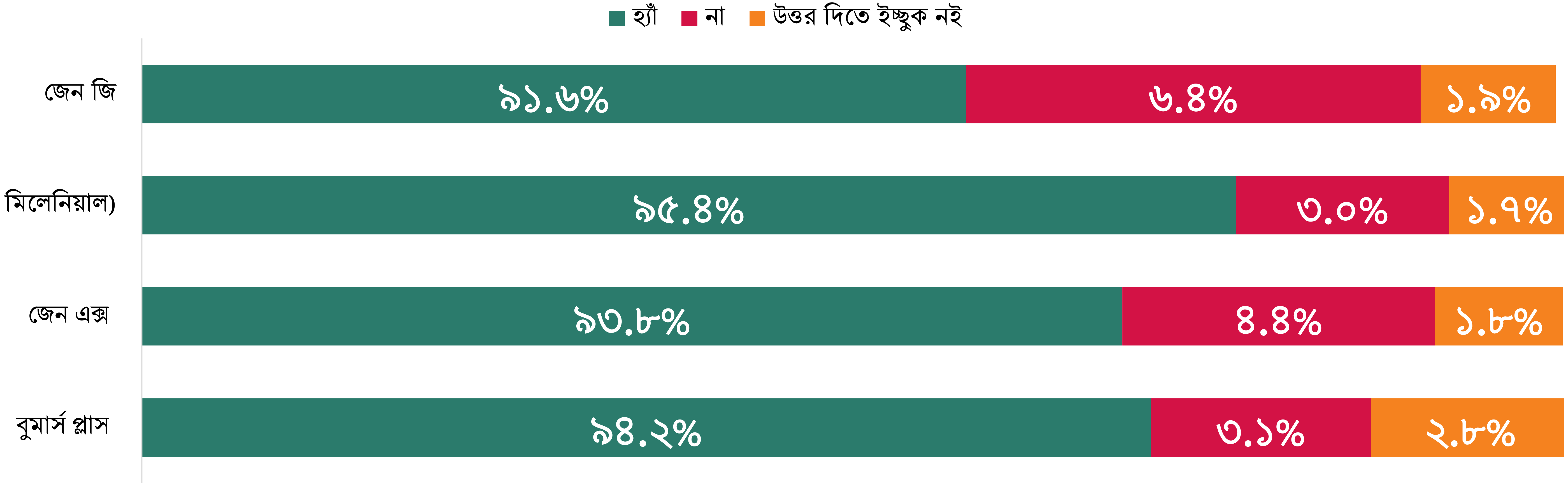

গণভোট বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী?

গণভোট সম্পর্কে জনমত

সকল উত্তরদাতা

প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে মত দিয়েছেন, যা গণভোটের প্রতি উল্লেখযোগ্য সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়। তবে, ২২ শতাংশ ভোটার জানিয়েছেন যে তারা এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন বা সিদ্ধান্ত নেননি।

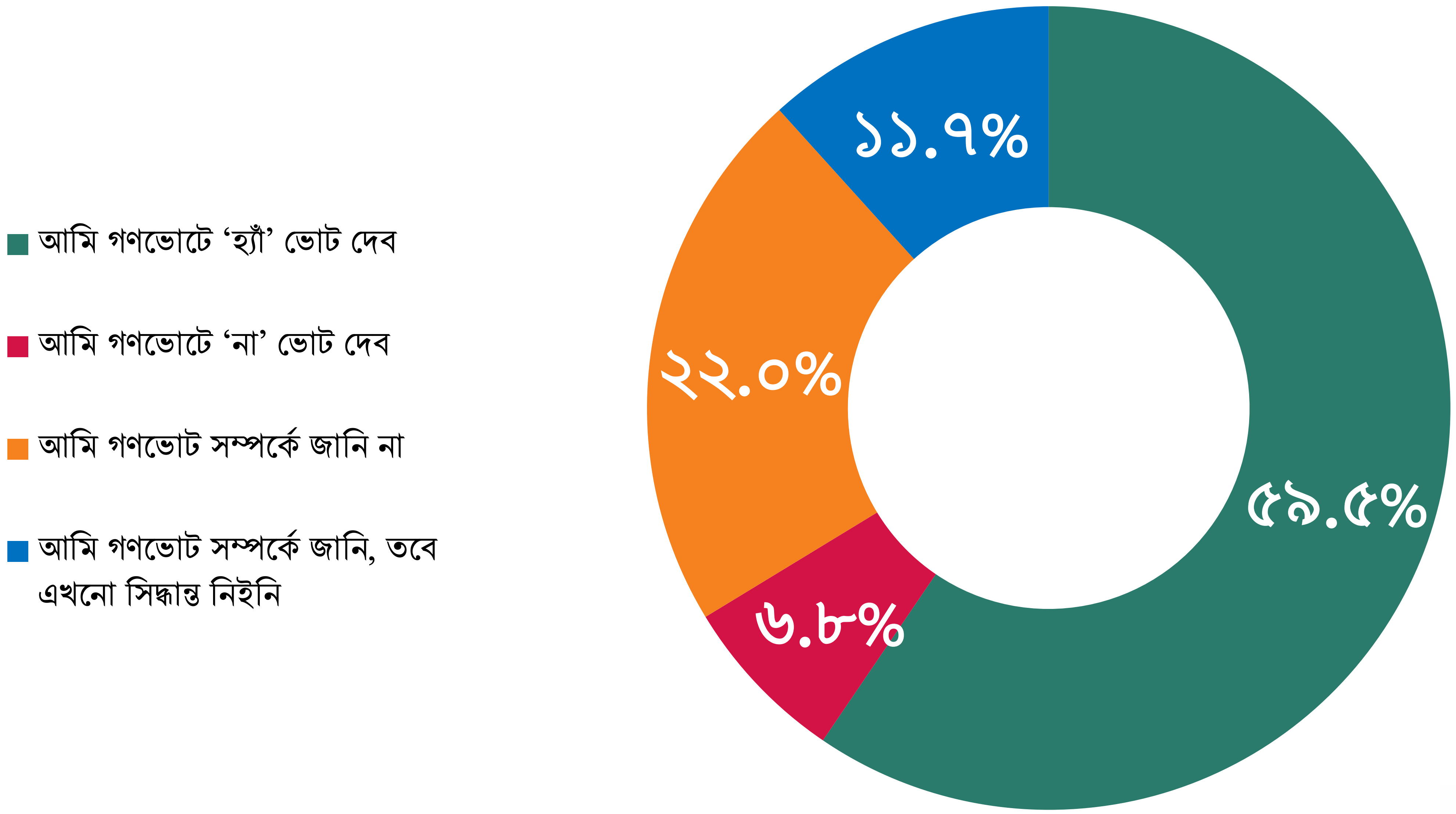

গণভোট সম্পর্কে জনমত

দলীয় পছন্দ অনুযায়ী (রাউন্ড ১ জরিপের নমুনা)

সব রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যেই ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রতি সমর্থন তুলনামূলকভাবে বেশি, বিশেষ করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং জামায়াতে ইসলামী সমর্থকদের মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ভোটের সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও গণভোট বিষয়ে সিদ্ধান্তহীন অথবা পর্যাপ্তভাবে অবগত নন।

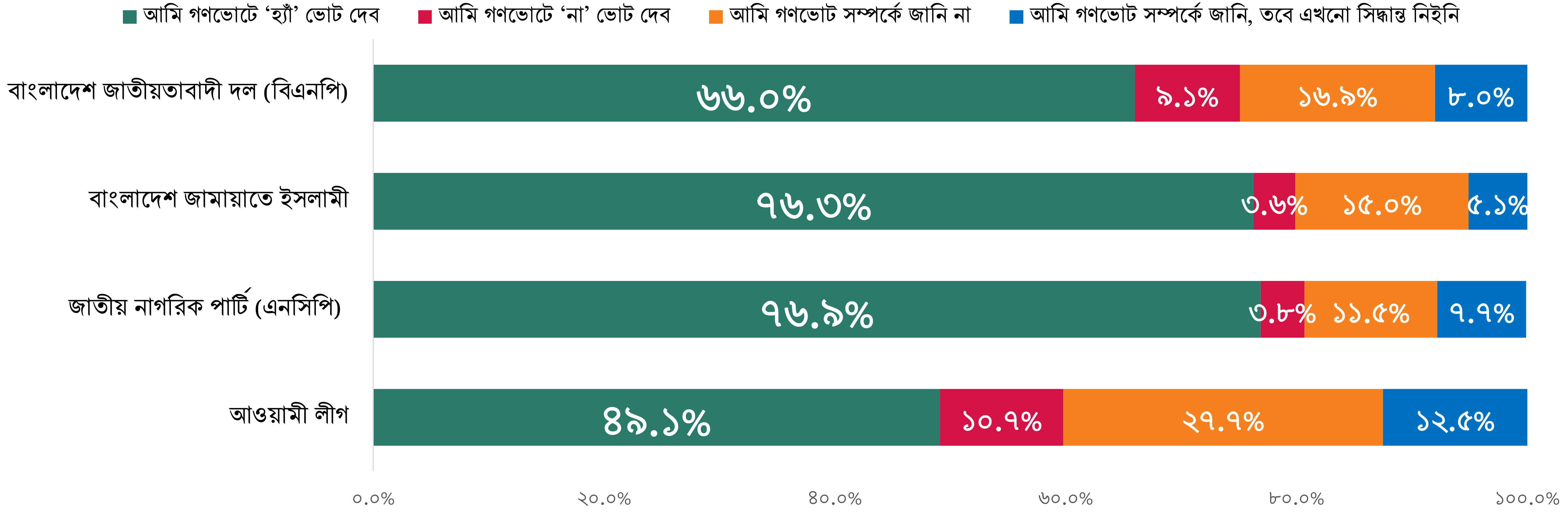

গণভোট সম্পর্কে জনমত

দলীয় পছন্দ অনুযায়ী (রাউন্ড ২ জরিপের নমুনা)

রাউন্ড ২-এর নমুনাতেও প্রায় একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমর্থকদের মধ্যে গণভোট বিষয়ে সচেতনতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তারা ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

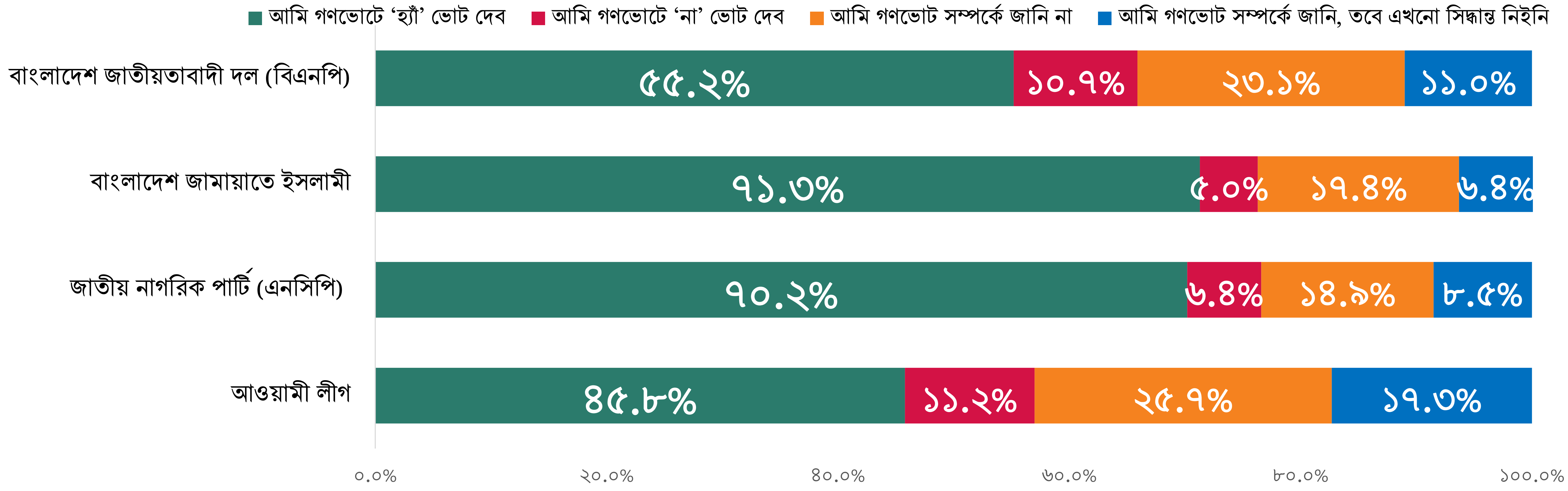

BRAIN ভয়েস ফর রিফর্ম

A Survey of INNOVISION Consulting | INNOVISION Research | Technical Assistance | Project Management

গণভোট সম্পর্কে জনমত

সকল নমুনা

সার্বিকভাবে দেখা যায়, **জেন জি** এবং **বুমার প্লাস** গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী।
এছাড়া, **জেন জি ভোটারদের মধ্যে গণভোট সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি** লক্ষ্য করা গেছে।

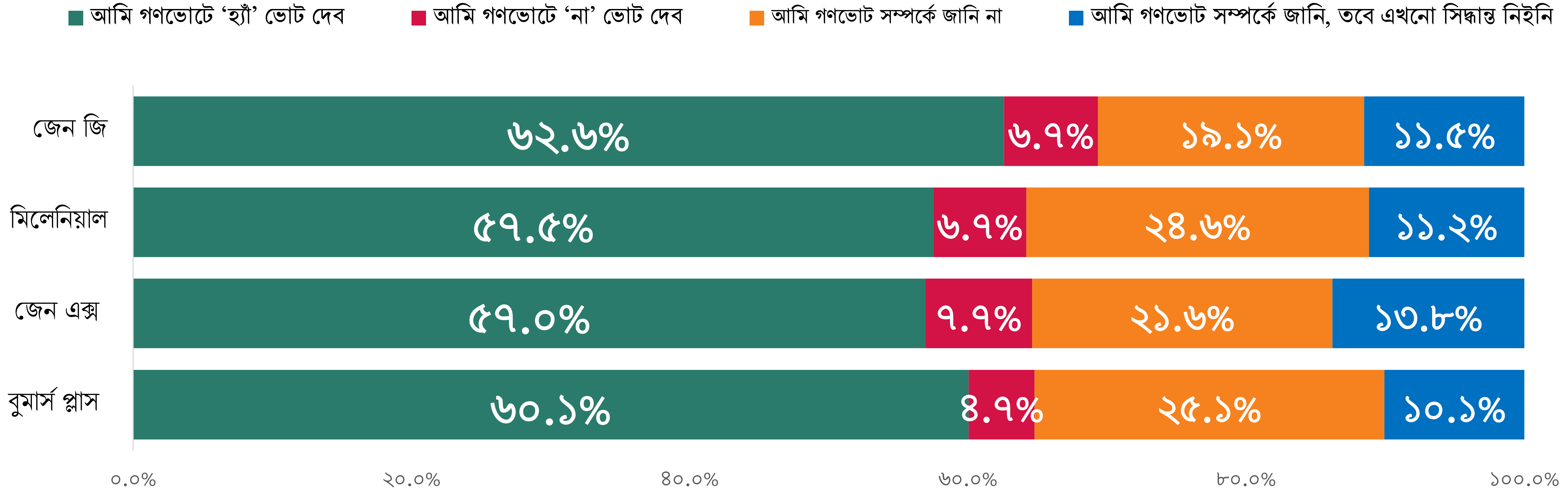

A Survey of INNOVISION Consulting | INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management

আপনি কি মনে করেন, বর্তমান সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে?

নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা সম্পর্কে জনমত

(সকল উত্তরদাতার মতামত)

রাউন্ড ৩—এ তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৭২.৩ শতাংশ) মনে করেন যে সরকার একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে।

এই হার রাউন্ড ২—এর ৬৯.৪ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এ বিষয়ে জনমতের ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

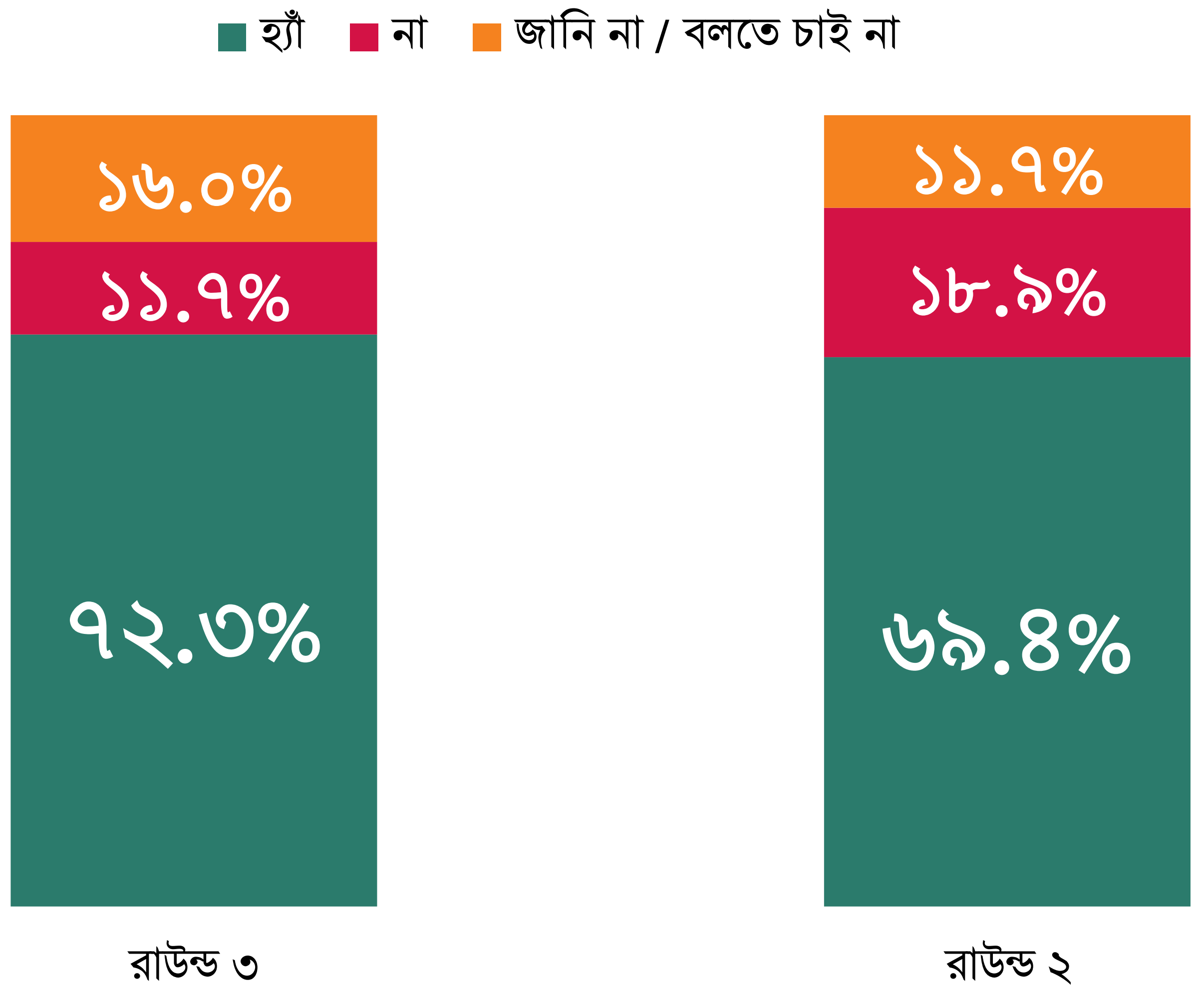

আপনার এলাকায় পুলিশ ও প্রশাসন কি তাদের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করবে বলে আপনি মনে করেন?

পুলিশ ও প্রশাসন সম্পর্কে জনমত
(সকল উত্তরদাতার মতামত)

রাউন্ড ২—এর তুলনায় পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাউন্ড ৩—এ এই আস্থার হার ৬৭.০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৪.৪ শতাংশে পৌঁছেছে।

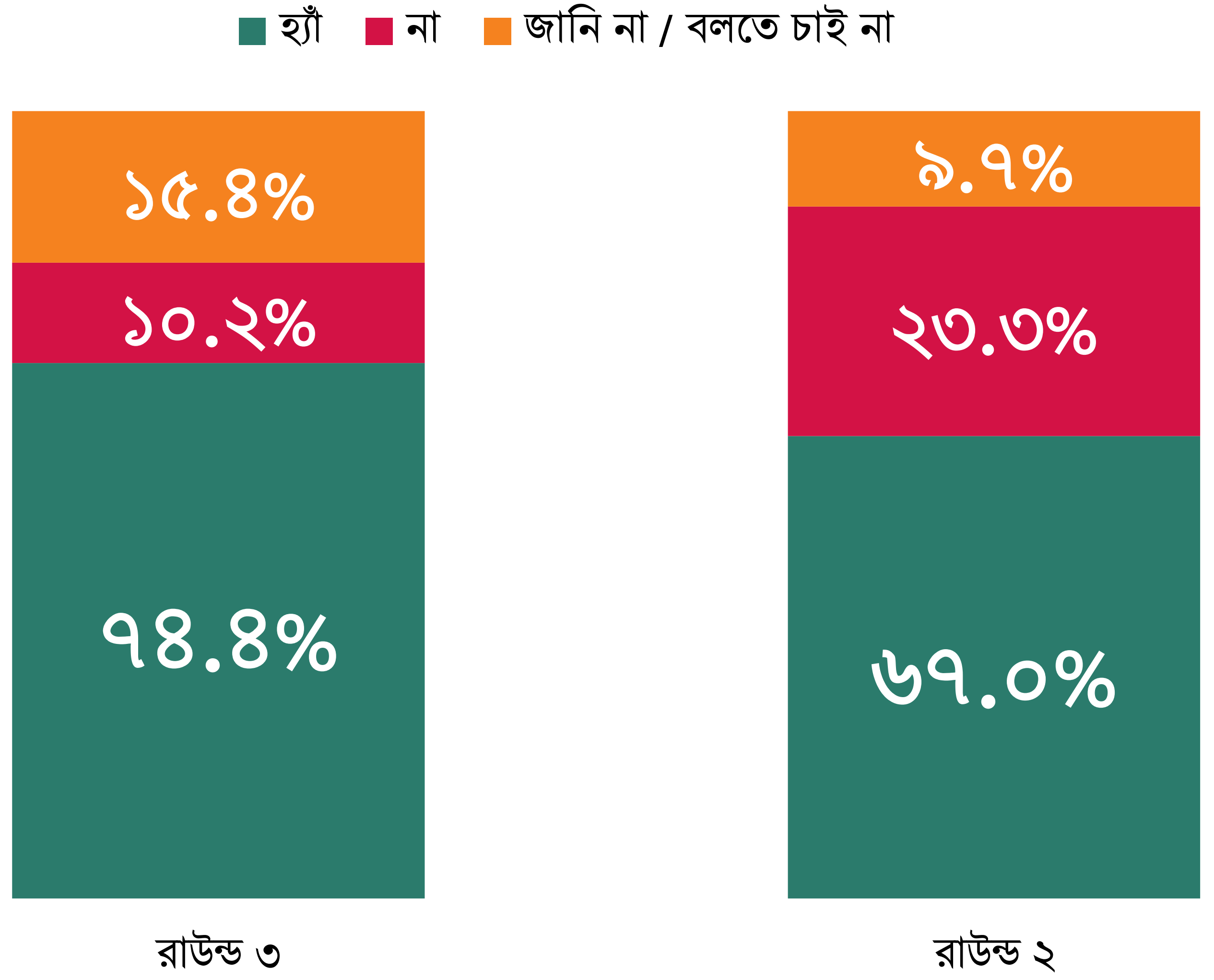

আসন্ন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা কি নিরাপদ বোধ করবেন?

ভোটদানের নিরাপত্তা সম্পর্কে জনমত

(সকল উত্তরদাতার মতামত)

রাউন্ড ৩—এ ভোটারদের ভোটদানের নিরাপত্তা নিয়ে আস্থার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এই রাউন্ডে ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, যা আগের রাউন্ডের ৭৮ শতাংশের তুলনায় বেশি।

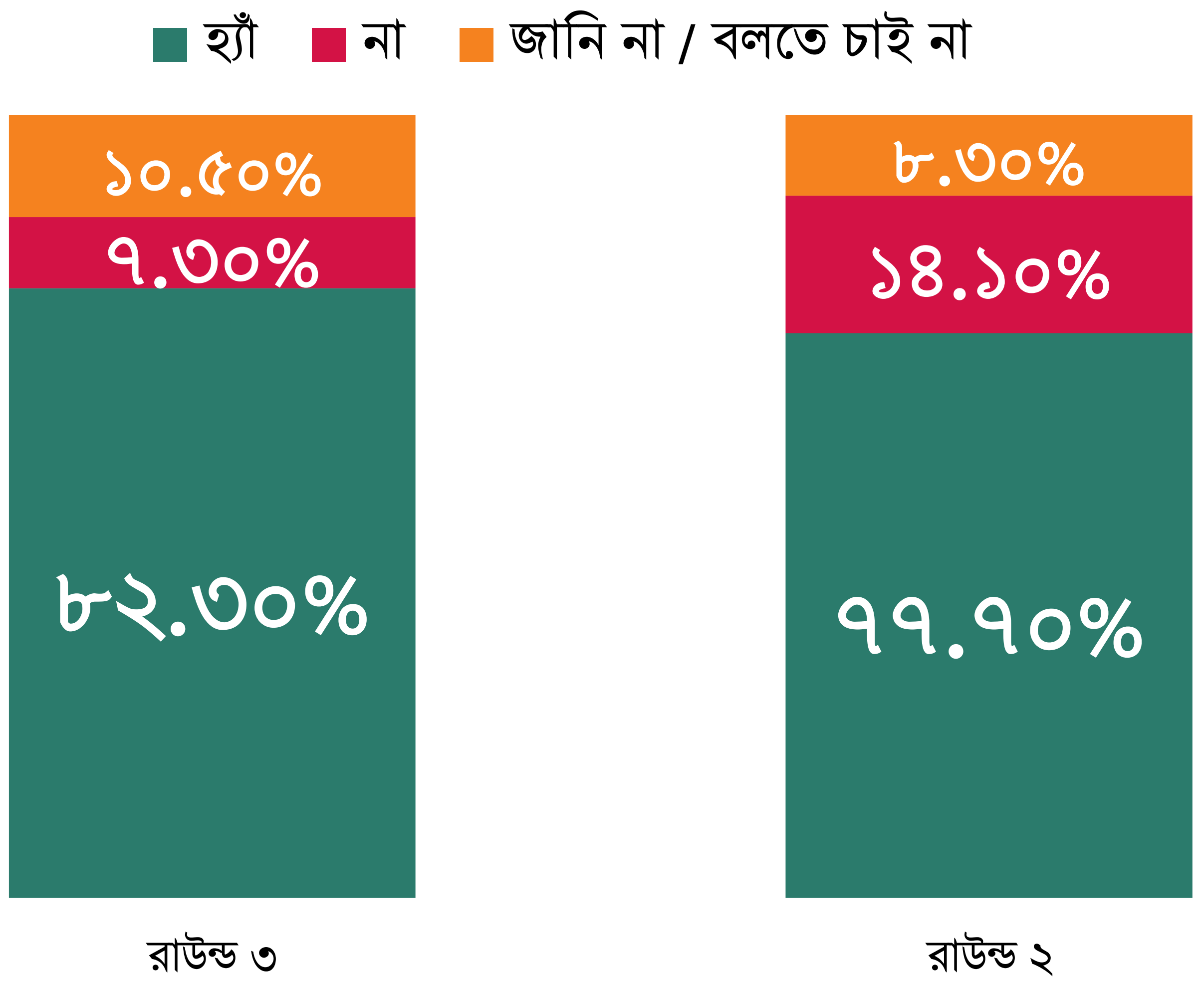

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ সম্পর্কে জনমত

(সকল উত্তরদাতার মতামত)

ভোটাররা মনে করেন, নিজ নিজ এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। তবে একই সঙ্গে তাঁদের একটি বড় অংশের ধারণা হলো, দেশব্যাপী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটছে।

এই পার্থক্যটি ইঙ্গিত করে যে, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পর্যায়ের ধারণার মধ্যে একটি স্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে।

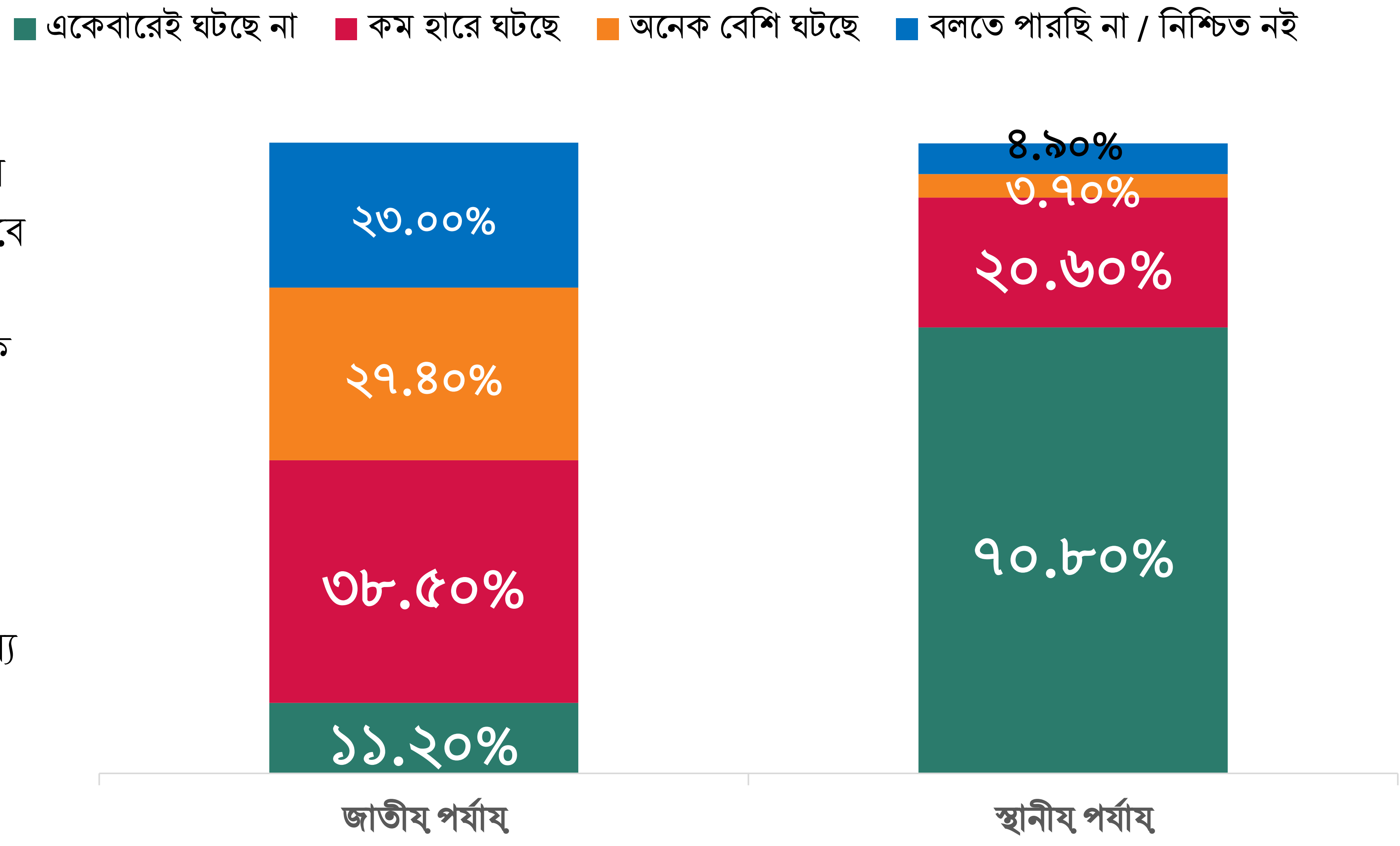

আগামীকাল যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আপনার এলাকার কোন দলের প্রার্থী জয়ী হবেন বলে আপনি মনে করেন?

এলাকা ভিত্তিক প্রার্থীর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কিত জনমত

(সকল উত্তরদাতার মতামত)

ভোটারদের ৫২.৯ শতাংশ মনে করেন যে তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি প্রার্থী জয়ী হতে পারেন। তবে একই সঙ্গে ২৩.৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা এখনো নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার এখনো তাঁদের এলাকায় নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

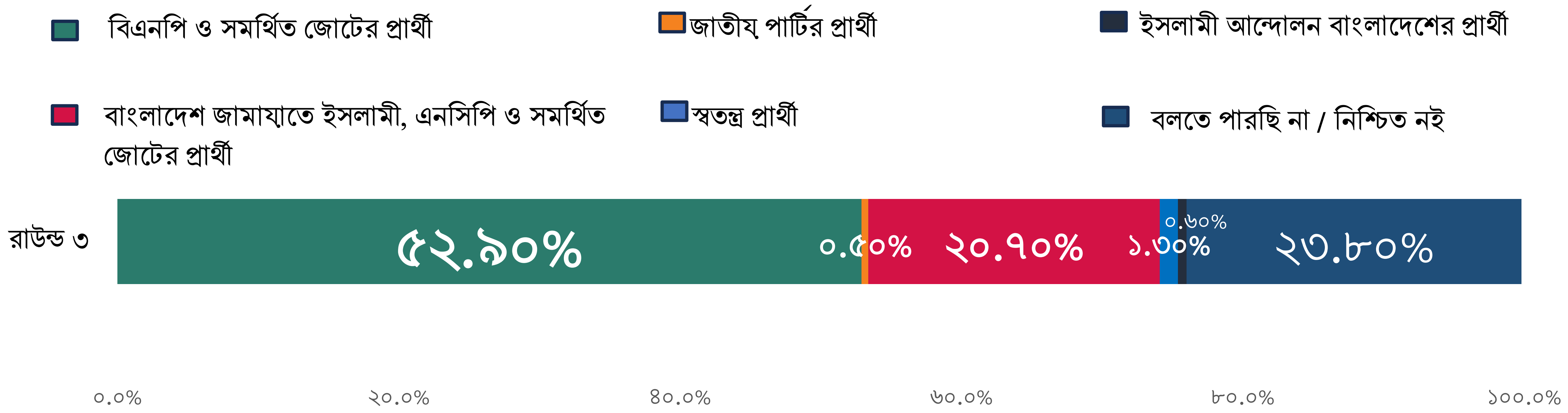

এলাকা ভিত্তিক প্রার্থীর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কিত জনমত

(সকল উত্তরদাতার মতামত)

রাউন্ড ২—এর একই নমুনার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, বর্তমানে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মানুষ মনে করছেন যে তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি প্রার্থী জয়ী হতে পারেন।

এই ধারণা ৭.৫ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে একই সময়ে জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে বৃদ্ধি মাত্র ১.১০ শতাংশ পয়েন্ট।

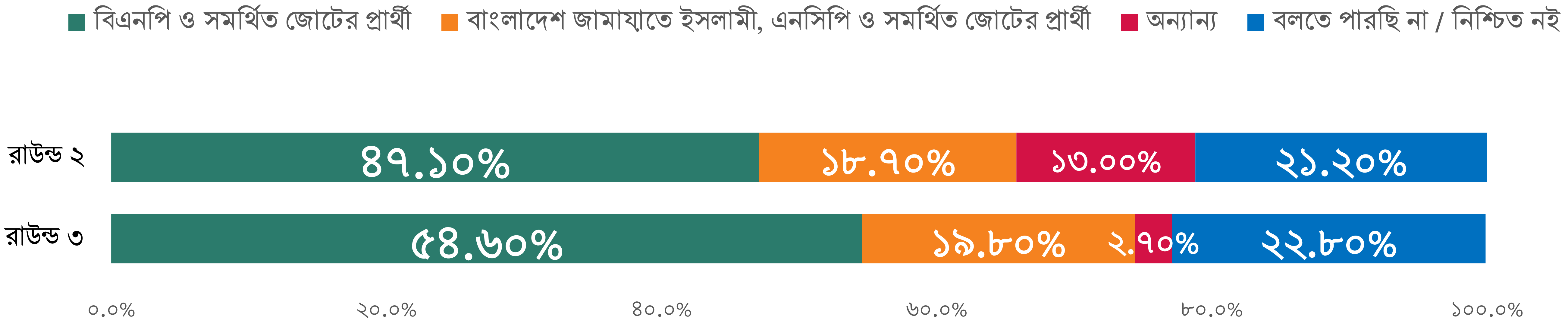

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন এই বিষয়ে জনমত

সকল উত্তরদাতা

মোট ৫,১৪৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৭.৬ শতাংশ মনে করেন, তারেক রহমান পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। অন্যদিকে, ২২.২ শতাংশ উত্তরদা জানিয়েছেন যে তারা এখনো নিশ্চিত নন যে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। এই তথ্য ইঙ্গিত করে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার এখনো সম্ভাব্য বিজয়ী দল ও নেতৃত্ব সম্পর্কে দ্বিধায় রয়েছেন।

৪৭.৬%	**২২.৫%**	**২.৭%**	**৫.০%**	**২২.২%**
তারেক রহমান	শফিকুর রহমান	নাহিদ ইসলাম	এই তিনজনের কেউই নন	এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়

ভোটাররা কোন দলকে ভোট দিবেন সে বিষয়ে কি এখনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

ভোটারদের দলীয় ভোটের সিদ্ধান্ত

সকল উত্তরদাতার মতামত

মোট ৭৪.২ শতাংশ ভোটার জানিয়েছেন যে তারা কোন দলকে ভোট দেবেন সে বিষয়ে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এই হারটি পূর্ববর্তী রাউন্ডগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

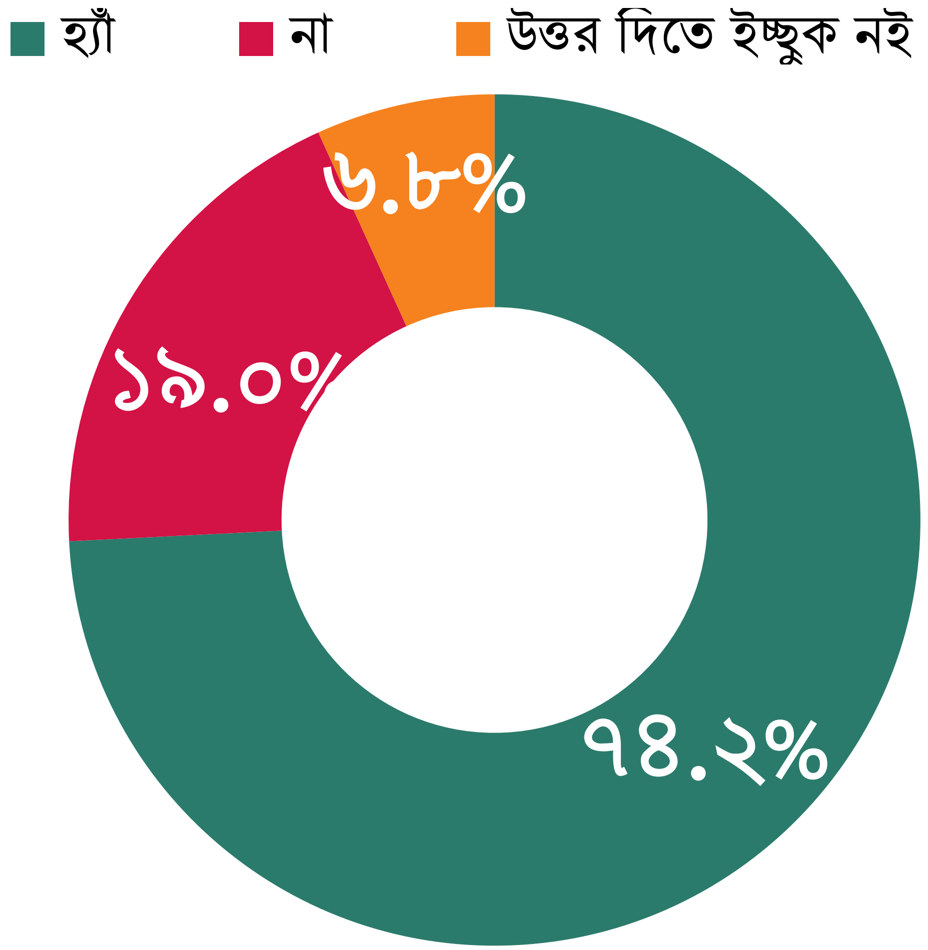

ভোটারদের দলীয় ভোটের সিদ্ধান্ত

লিঙ্গভিত্তিক সিদ্ধান্ত

পুরুষ উত্তরদাতাদের তুলনায় নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম।এই প্রবণতা সব রাউন্ডেই প্রায় একই রকম দেখা গেছে, যা ইঙ্গিত করে যে নারীরা তাদের ভোটের পছন্দ প্রকাশ করতে তুলনামূলকভাবে কম আগ্রহী।

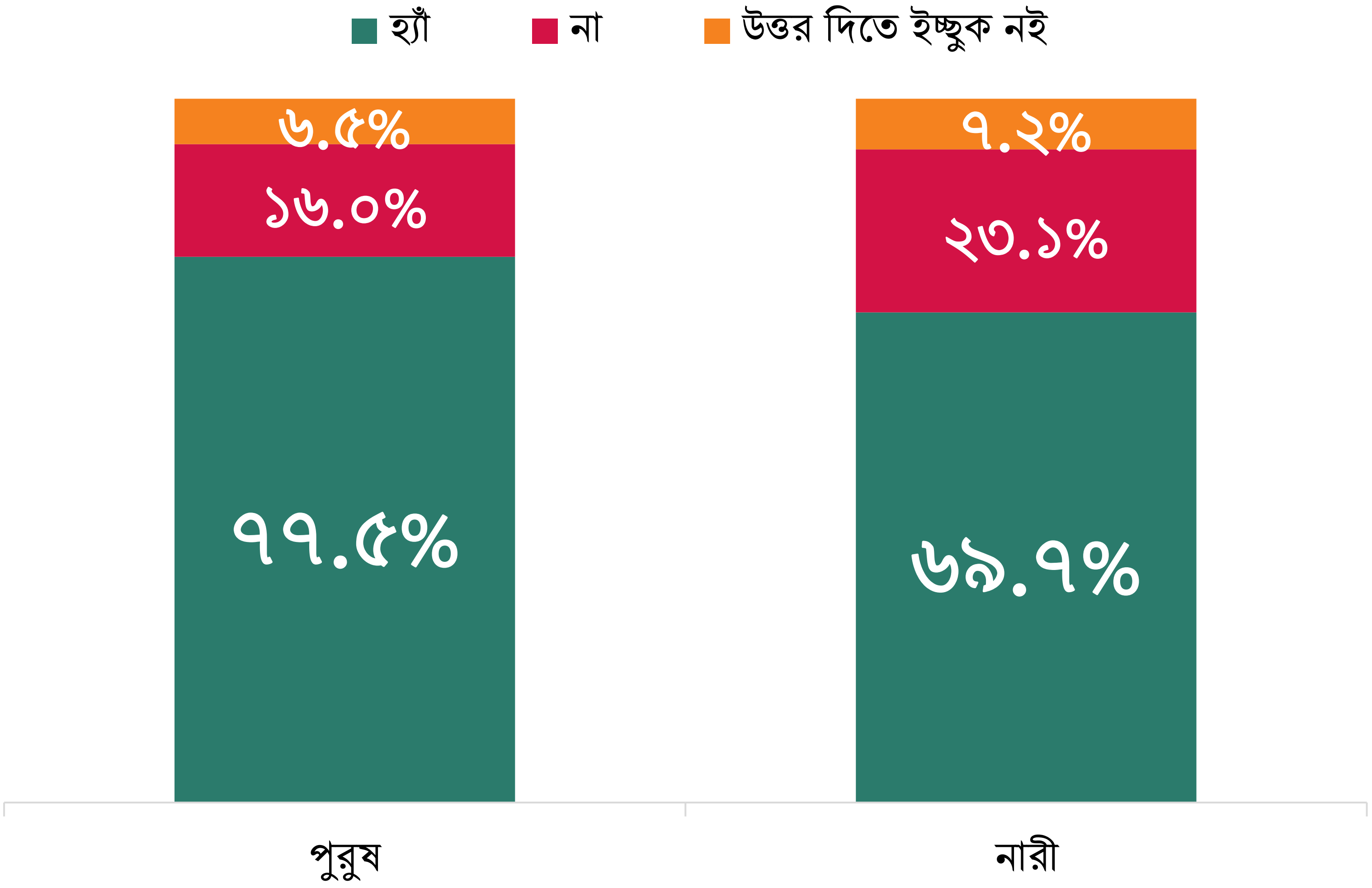

ভোটারদের দলীয় ভোটের সিদ্ধান্ত

রাউন্ড ৩ বনাম রাউন্ড ১ ও রাউন্ড ২

পূর্ববর্তী রাউন্ডগুলোর যেসব উত্তরদাতা তখনো সিদ্ধান্তহীন ছিলেন বা তাদের মত প্রকাশ করেননি, তাদের অধিকাংশই এবার দলীয় ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।তবে, পূর্বে যারা জানিয়েছেন যে তারা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রায় ২৬.২ শতাংশ এবার জানিয়েছেন যে তারা বর্তমানে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রয়েছেন।

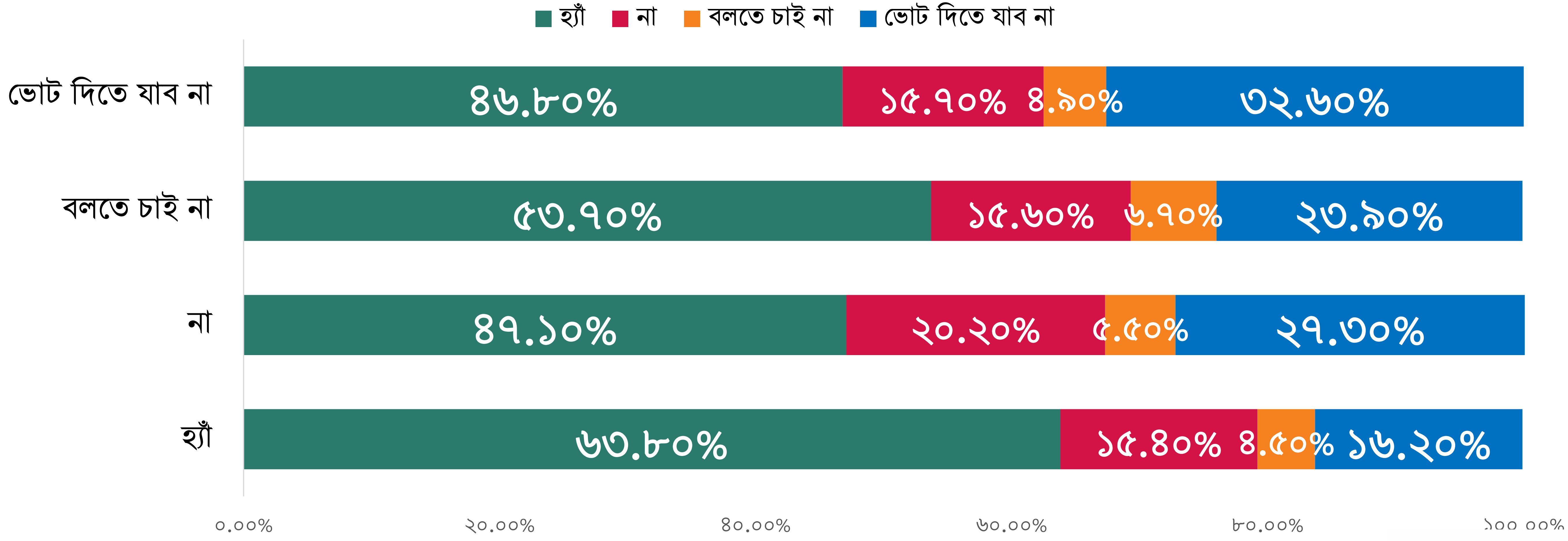

ভোটারদের মতে, পরবর্তী সরকার গঠনের জন্য কোন দলটি সবচেয়ে উপযোগী?

প্রথম পছন্দ

সকল উত্তরদাতা

মোট ৫১.৭ শতাংশ ভোটার মনে করেন, বিএনপি ও তাদের জোট পরবর্তী সরকার গঠনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।অন্যদিকে, ৩০.৪ শতাংশ ভোটার মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী ও তাদের জোট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত।

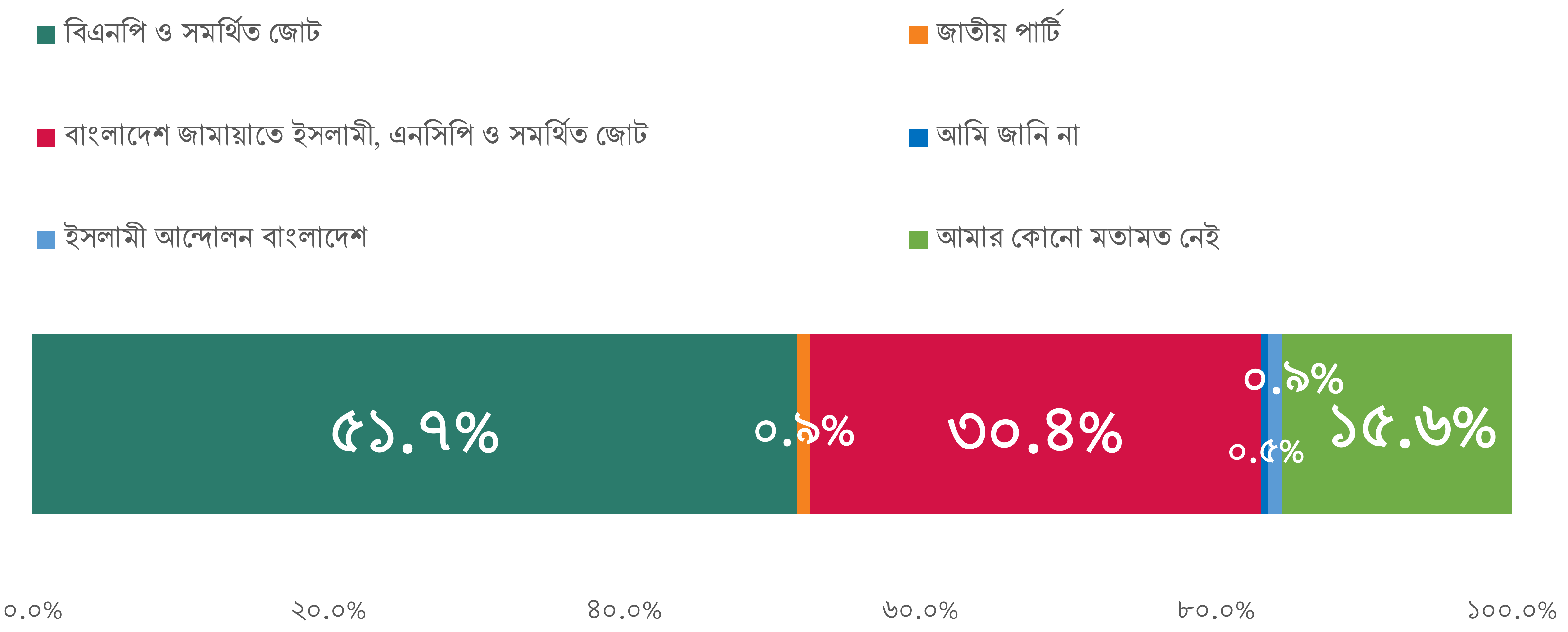

দ্বিতীয় পছন্দ

সকল উত্তরদাতা

পরবর্তী সরকার গঠনের জন্য দ্বিতীয় সর্বাধিক উপযোগী দল সম্পর্কে জানতে চাইলে, ৩৯.৬ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে এ বিষয়ে তাদের কোনো মতামত নেই।এক্ষেত্রে, ৩২.৭ শতাংশ উত্তরদাতা জামায়াতে ইসলামীকে দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।অন্যদিকে, ১৯.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বিএনপিকে দ্বিতীয় সর্বাধিক উপযোগী দল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

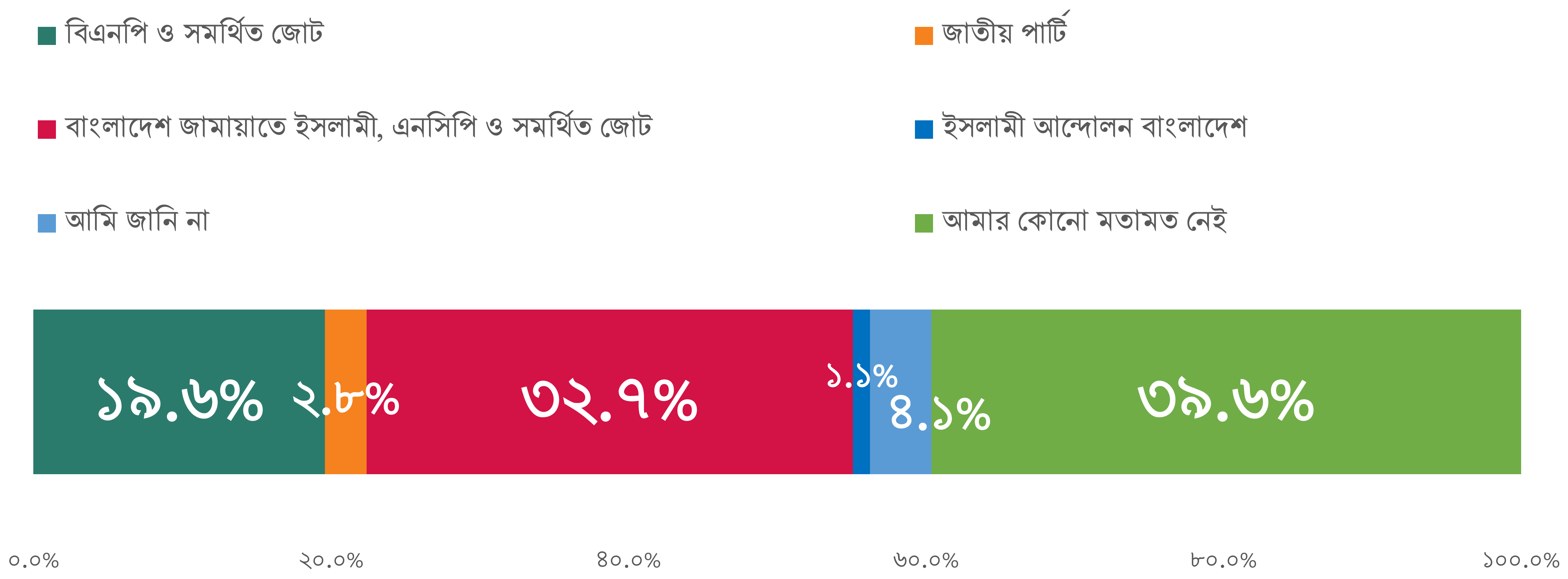

ভোটাররা কোন দলকে ভোট দেবেন?

ভোটাররা কোন দলকে ভোট দেবেন?

রাউন্ড ১ নমুনার বর্তমান দলীয় পছন্দ

রাউন্ড ১-এর আওয়ামী লীগ ভোটারদের মধ্যে ২৭.৪ শতাংশ বর্তমানে বিএনপিকে সমর্থন করছেন; ১৪.১ শতাংশ জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করছেন। রাউন্ড ১-এর বিএনপি ভোটারদের মধ্যে ৬০.৮ শতাংশ এখনও বিএনপিকে সমর্থন করছেন; ১২.৬ শতাংশ বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করছেন।রাউন্ড ১-এর জামায়াতে ইসলামী ভোটারদের মধ্যে ৪৮.১ শতাংশ এখনও জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করছেন; ২২.০ শতাংশ বর্তমানে বিএনপিকে সমর্থন করছেন এবং ১৯.৭ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাদের কোনো মতামত নেই।

রাউন্ড ৩ - এর দলীয় পছন্দ

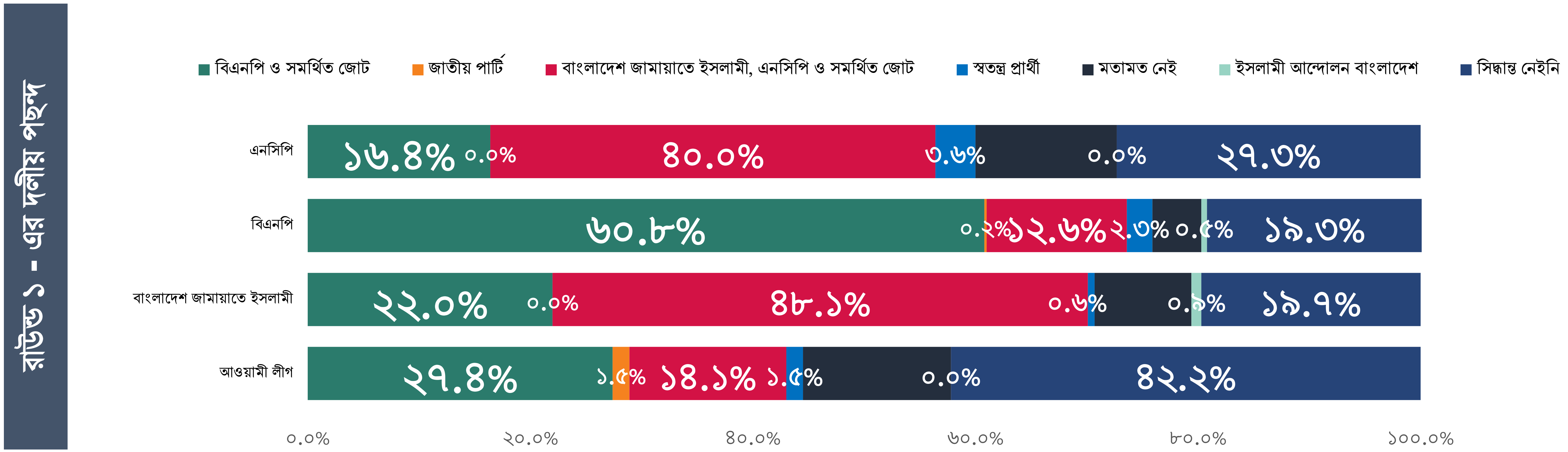

ভোটাররা কোন দলকে ভোট দেবেন?

রাউন্ড ২ নমুনার বর্তমান দলীয় পছন্দ

রাউন্ড ২-এর আওয়ামী লীগ ভোটারদের মধ্যে ৩৬.২ শতাংশ বর্তমানে বিএনপিকে সমর্থন করছেন; ১২.৭ শতাংশ জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করছেন। রাউন্ড ২-এর বিএনপি ভোটারদের মধ্যে ৬৯.৯ শতাংশ এখনও বিএনপিকে সমর্থন করছেন; ৮.১ শতাংশ বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করছেন।রাউন্ড—২-এর জামায়াতে ইসলামী ভোটারদের মধ্যে ৫৮.৪ শতাংশ এখনও জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করছেন; ১৪.৭ শতাংশ বর্তমানে বিএনপিকে সমর্থন করছেন। এনসিপি ভোটারদের ভোট বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে বিভক্ত হয়েছে।

রাউন্ড ৩ - এর দলীয় পছন্দ

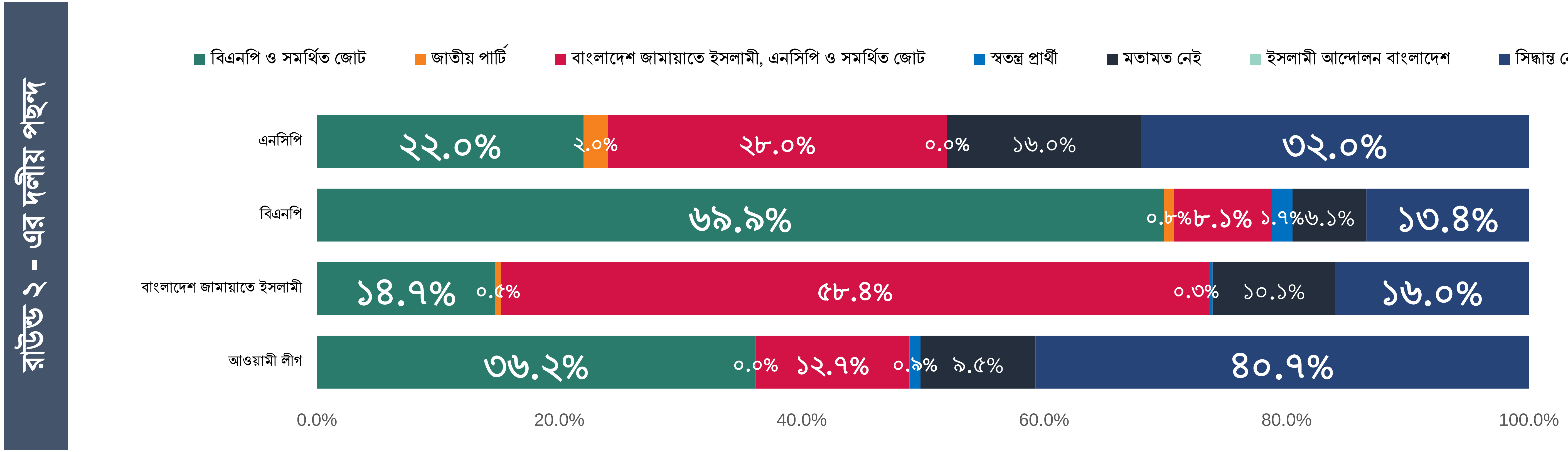

ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন?

পূর্ববর্তী পছন্দের তুলনায় ভোটারদের বর্তমান পছন্দ থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণ

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিএনপি তাদের মূল ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং একই সঙ্গে পূর্বে যারা জামায়াতে ইসলামী বা এনসিপিকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন, তাদের একটি অংশের সমর্থনও অর্জন করছে।

যদিও বিএনপি থেকে জামায়াতে ইসলামী এবং জামায়াতে ইসলামী থেকে বিএনপি, উভয় দিকেই ভোট স্থানান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তবে সামগ্রিকভাবে ভোট স্থানান্তর জামায়াতে ইসলামীর দিকে বেশি হয়েছে, যা তাদের বর্তমান ভোটের অংশে প্রভাব ফেলেছে।

বিএনপি উল্লেখযোগ্যভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভোট থেকে লাভবান হচ্ছে।
এছাড়া, রাউন্ড ৩-এ জামায়াতে ইসলামীর কিছু সমর্থক তাদের ভোটের পছন্দ প্রকাশ করেননি বলেও ধারণা পাওয়া যায়।

সার্বিকভাবে, বিএনপির তুলনায় জামায়াতে ইসলামীর ভোট ব্যাংকে অধিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন?

যেসব ভোটার জানিয়েছেন যে তারা ইতোমধ্যে ভোট প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের মধ্যে বিএনপির সমর্থন জামায়াতে ইসলামীর তুলনায় **২১.৮০ শতাংশ** এগিয়ে রয়েছে।

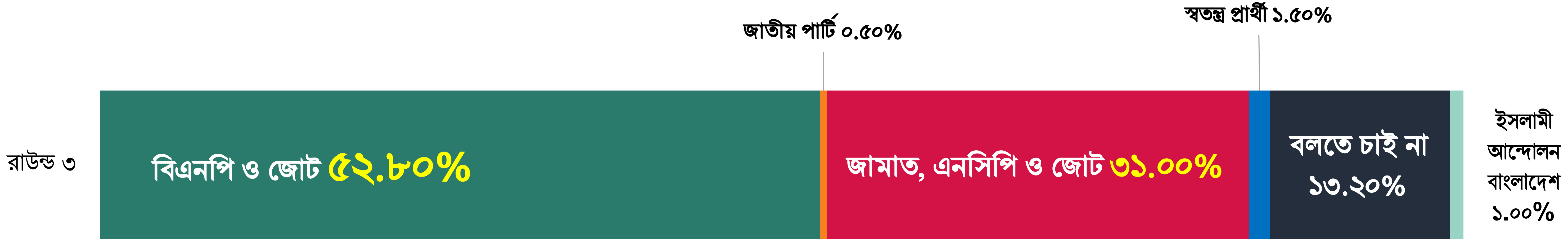

ভোটাররা কাকে ভোট দেবেন?

উত্তরদাতার নমুনা অনুযায়ী সম্ভাব্য ত্রুটির সীমা

দল	ভোট	ত্রুটির সীমা
	৫২.৮%	±১.৪১
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৩১.০%	±১.৩১
জাতীয় পার্টি	০.৫%	±০.২১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	১.৫%	±০.৩৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১.০%	±০.২৮
বলতে চাই না	১৩.২%	±০.৯৬

বিএনপির ভোট বাড়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ

ইতিবাচক দিকসমূহ

পূর্ববর্তী পছন্দ (রাউন্ড ১ ও রাউন্ড ২)	বর্তমান পছন্দ (রাউন্ড ৩)		সুবিধা
	বিএনপি ও সমর্থিত জোট	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও সমর্থিত জোট	
আওয়ামী লীগ	৩.৩০%	১.৩০%	বিএনপি +২ শতাংশ পয়েন্ট
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৩.৭০%	১০.৮০%	জামায়াত +৭.১ শতাংশ পয়েন্ট
বিএনপি	১৭.৮০%	২.৭০%	বিএনপি +১৫.১ শতাংশ পয়েন্ট
গণঅধিকার পরিষদ	০.১০%	০.১০%	—
মন্তব্য করতে চাই না	৫.১০%	৩.১০%	বিএনপি +২ শতাংশ পয়েন্ট
বলতে চাই না	৬.১০%	২.৭০%	বিএনপি +৩.৪ শতাংশ পয়েন্ট
স্বতন্ত্র প্রার্থী	০.১০%	০.০০%	বিএনপি +০.১ শতাংশ পয়েন্ট
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	০.৪০%	০.৮০%	জামায়াত +০.৪ শতাংশ পয়েন্ট
জাতীয় পার্টি	০.২০%	০.১০%	বিএনপি +০.১ শতাংশ পয়েন্ট
এনসিপি (NCP)	০.৬০%	১.০০%	জামায়াত +০.৪ শতাংশ পয়েন্ট
কোনো সিদ্ধান্ত নেই	১৪.৩০%	৭.৭০%	বিএনপি +৬.৬ শতাংশ পয়েন্ট
অন্যান্য	০.৪০%	০.১০%	জামায়াত +০.৬ শতাংশ পয়েন্ট
ভোট দিতে যাব না	০.৭০%	০.৫০%	বিএনপি +০.২ শতাংশ পয়েন্ট
মোট	**৫২.৮০%**	**৩১.০০%**	বিএনপি +২১.৮ শতাংশ পয়েন্ট

আমরা **বিএনপি ও জামাতের ভোটগুলো পূর্ববর্তী উত্তরদাতার রেসপন্সের সঙ্গে তুলনা করেছি।** টেবিলটি দেখায় যে, **বিএনপি মূলত পূর্বে অনিশ্চিত এবং প্রকাশ না করা ভোটারদের মধ্যে থেকে বেশি ভোট পাচ্ছে।**

বিএনপির মোট ভোটের **২৬.৬%** এসেছে পূর্বে অনিশ্চিত ও প্রকাশ না করা ভোটারদের কাছ থেকে।

জামাতের মোট ভোটের **১৪.১%** এসেছে পূর্বে অনিশ্চিত ও প্রকাশ না করা ভোটারদের কাছ থেকে।

বিএনপির ভোট বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণসমূহ

আওয়ামী লীগের ভোটের বন্টন

আওয়ামী লীগের ভোটের একটি বড় অংশ এখনো সিদ্ধান্তহীন (৪১.৩ শতাংশ) অথবা মত প্রকাশ করেননি (১১.০ শতাংশ)।তবে, জামায়াতে ইসলামীতে ভোট স্থানান্তরের হার (১৩.২০ শতাংশ) এর তুলনায় বিএনপিতে স্থানান্তরিত হওয়া আওয়ামী লীগ ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৩২.৯০ শতাংশ)।

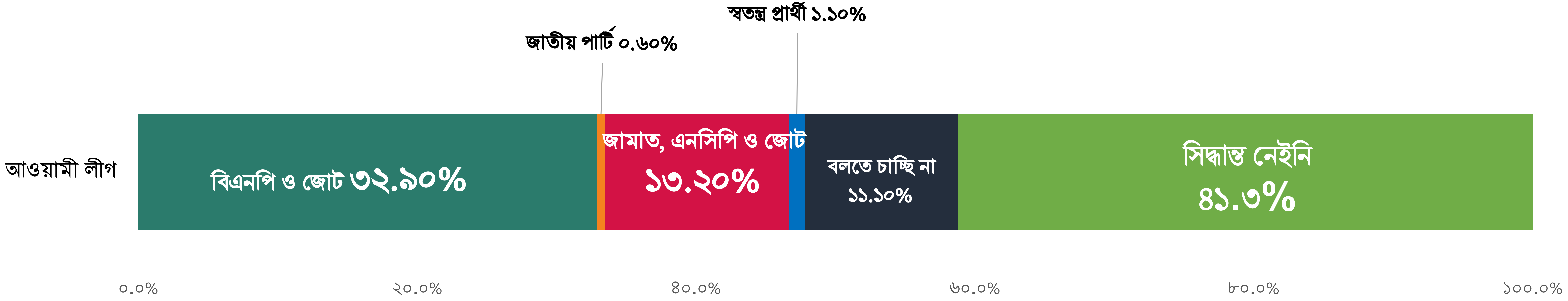

A Survey of INNOVISION Consulting | INNOVISION Research | Technical Assistance | Project Management

বিএনপির ভোট বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণসমূহ

পূর্বে সিদ্ধান্তহীন ও মত প্রকাশ না করা ভোটারদের ওপর প্রভাবকারী কারণসমূহ

	বিএনপি ও সমর্থিত জোট	জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও সমর্থিত জোট	স্বতন্ত্র প্রার্থী	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	বলা সম্ভব নয়	মোট
তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন	৭৯.৯০%	০.০০%	১১.৩০%	০.০০%	০.৩০%	৮.৫০%	৩৫৩
হাদির হত্যাকাণ্ড	৪৫.১০%	০.৩০%	৩৬.৬০%	১.৪০%	১.০০%	১৫.৬০%	২৯৫
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু	৭২.৫০%	০.০০%	১৬.২০%	০.০০%	০.৬০%	১০.৮০%	১৬৭
এনসিপি–জামায়াত জোট	২৪.৮০%	০.০০%	৬৮.০০%	০.৮০%	০.৮০%	৫.৬০%	১২৫
প্রার্থী তালিকা ঘোষণা	৫৬.৭০%	০.০০%	৩১.৩০%	১.৫০%	১.৫০%	৯.০০%	৬৭
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে প্রকাশিত গণপিটুনি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতার খবর	৫৫.৭০%	১.০০%	৩৫.১০%	৩.১০%	২.১০%	৩.১০%	৯৭

তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু, এই দুই ঘটনা সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের মধ্যে বিএনপির পক্ষে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে, এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামী জোট সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের জামায়াতে ইসলামীর দিকে ঝোঁক বাড়িয়েছে।

বিএনপির ভোট বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণসমূহ

স্থানীয় দলীয় প্রার্থী সম্পর্কে সচেতনতা

জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি প্রার্থীর তুলনায় ভোটাররা বিএনপি ও জোটের প্রার্থী সম্পর্কে বেশি সচেতন।দলীয় প্রার্থী সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভোটারদের ভোটের পছন্দের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

স্থানীয় দলীয় প্রার্থী সম্পর্কে সচেতনতা	বিএনপি ও সমর্থিত জোট	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও সমর্থিত জোট
একেবারেই নয়	৭.১০%	১১.৭০%
সামান্য	১২.৮০%	১৭.২০%
মাঝারি	৩৭.১০%	৩৪.৯০%
অনেকটা	২৩.০০%	১৫.৪০%
সম্পূর্ণ / শতভাগ	১৩.৪০%	৮.৯০%
আমার এলাকায় এই দলের প্রার্থীর কোনো কার্যক্রম দেখিনি	০.৭০%	২.৭০%
বলতে পারছি না	৬.০০%	৯.২০%
মোট (n)	৫,১৪৭	৫,১৪৭

বিএনপির ভোট বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণসমূহ

স্থানীয় এলাকায় জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী সম্পর্কে জানেন না এমন ভোটারদের মধ্যে অধিকাংশ, অর্থাৎ ৫৯.১০ শতাংশ, বিএনপিকে ভোট দেওয়ার কথা জানিয়েছেন৷

জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী সম্পর্কে সচেতনতা	বিএনপি ও সমর্থিত জোট	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও সমর্থিত জোট	স্বতন্ত্র প্রার্থী	বলা সম্ভব নয়	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	মোট
একেবারেই নয়	৬৬.৯০%	০.০০%	১৩.৩০%	২.০০%	১৭.২০%	০.৬০%	৩৫৪
সামান্য	৬৩.১০%	০.৫০%	১৮.২০%	১.৩০%	১৫.৯০%	১.০০%	৬১০
মাঝারি	৫৩.৭০%	০.৮০%	৩১.৫০%	১.৬০%	১১.৩০%	১.২০%	১,৩১৫
অনেকটা	৩৭.০০%	০.৮০%	৫১.৫০%	১.৪০%	৮.৪০%	০.৯০%	৬৩৩
সম্পূর্ণ / শতভাগ	৪০.৫০%	০.০০%	৪৪.৫০%	১.১০%	১২.৯০%	০.৯০%	৩৪৮
আমার এলাকায় এই দলের প্রার্থীর কোনো কার্যক্রম দেখিনি	৫৯.১০%	০.০০%	১৫.৯০%	১.১০%	২২.৭০%	১.১০%	৮৮
বলতে পারছি না	৫৮.৩০%	০.৫০%	১৭.১০%	১.৯০%	২১.৩০%	০.৯০%	২১৬

বিএনপির ভোট বৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণসমূহ

এর বিপরীতে, বিএনপি প্রার্থী সম্পর্কে জানেন না এমন ভোটারদের মধ্য থেকে জামায়াতে ইসলামী তুলনামূলকভাবে কম ভোট (৪৫.৫০ শতাংশ) পাচ্ছে।

বিএনপি প্রার্থী সম্পর্কে সচেতনতা	বিএনপি ও সমর্থিত জোট	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও সমর্থিত জোট	স্বতন্ত্র প্রার্থী	বলা সম্ভব নয়	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	মোট
একেবারেই নয়	৩৯.২০%	১.১০%	৩৭.৬০%	২.১০%	১৮.৫০%	১.৬০%	১৮৯
সামান্য	৩৭.৯০%	০.২০%	৪২.১০%	১.২০%	১৮.২০%	০.২০%	৪০৬
মাঝারি	৪৮.৯০%	০.৫০%	৩৪.৮০%	২.০০%	১২.৯০%	০.৯০%	১,৩২৬
অনেকটা	৬৩.৯০%	০.৪০%	২৪.৩০%	১.০০%	৯.১০%	১.৩০%	৯৬৯
সম্পূর্ণ / শতভাগ	৬৩.৭০%	০.৪০%	২২.৬০%	০.৯০%	১১.০০%	১.৩০%	৫৩৫
আমার এলাকায় এই দলের প্রার্থীর কোনো কার্যক্রম দেখিনি	১৩.৬০%	১৩.৬০%	৪৫.৫০%	৯.১০%	১৮.২০%	০.০০%	২২
বলতে পারছি না	৩৫.৯০%	০.০০%	২৯.৯০%	০.৯০%	৩৩.৩০%	০.০০%	১১৭

সমাপনী মন্তব্য

এই জরিপ কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক?

মোট নমুনার প্রায় ৩০ শতাংশ কোনো রাউন্ডেই ভোটের পছন্দ প্রকাশ পাওয়া যায়নি। এই ৩০ শতাংশ ভোটার কাকে ভোট দেবেন তার উপর চূড়ান্ত ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে।।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রভাব জরিপে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিভিন্ন আসনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামী সরাসরি ২২৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ফলাফল থেকে দেখা যায়, ভোটাররা বিএনপি প্রার্থীদের তুলনায় জামায়াত প্রার্থীদের সম্পর্কে কম সচেতন। এটি সম্ভবত বিএনপির তুলনায় জামায়াতের প্রার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার প্রতিফলন।

জামায়াতের ভোটারদের মধ্যে অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে বেশি, যা দলের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিপরীতে, বিএনপির ভোটাররা তুলনামূলকভাবে বেশি স্থিতিশীল।

জামায়াত থেকে বিএনপির দিকে উল্লেখযোগ্য ভোট স্থানান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে, নির্বাচনের সময় এই প্রবণতায় আবারও পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

Contact

Innovision Consulting
Email: info@innovision-bd.com
Phone: +8801713033447
Website: www.innovision-bd.com

INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management